10 DEC 2012
তারিখ ..... 9 DEC 2012 ..
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম .... ২ ......

সংবাদ

ঈশ্বরগঞ্জের বড়ডাংরি স. প্রা. বিদ্যালয়

# উপবৃত্তির কার্ড বিতরণে ফি আদায়ের অভিযোগ

প্রতিনিধি, ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের বড়হিত ইউনিয়নের বড়ডাংরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করতে ২০ টাকা করে ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফি না দিয়ে অভিভাবকরা গত রোববার বিক্ষোভ করলে শিক্ষকরা কার্ড বিতরণ বন্ধ করে দেন। পরে নিরুপায় হয়ে ২০ টাকা ফি দিয়েই অভিভাবকরা উপবৃত্তির কার্ড নিতে বাধ্য হন। অভিভাবক শামছুন্নাহার, হারুন অর রশিদ ও জাহানার বেগম জানান, ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাদুয়া আক্তার ও সুমিকা রানী মৈত্র উপবৃত্তির কার্ডে তাদের টাকার অঙ্ক লিখতে ২০ টাকা করে দাবি করেন। এ নিয়ে বিক্ষোভ করেও কোন কাজ না হওয়ায় ২০ টাকা করে তাদের দিতে হয়েছে। সরেজমিন ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ৫০০ শিক্ষার্থীর ওই বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির তালিকায় ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি কার্ডধারীর কাছ থেকে ২০ টাকা আদায় করে কার্ড দেয়া হচ্ছে। ওই বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য। ৫ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ২ জন।

বাকি ৩ জনের খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে জান্নাতুল ফেরদৌস নামে একজন শিক্ষক যোগদানের পর কোনদিন বিদ্যালয়ে আসেননি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজের অজুহাতে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। মাহবুবুর রহমান নামে একজন শিক্ষক আছেন ডেপুটেশনে। ফি আদায়ের কথা অস্বীকার করে অভিযুক্ত শিক্ষক সাদুয়া আক্তার ও সুমিকা রানী মৈত্র জানান, বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের ফলে রানুয়ারা বেগম ও লোকমান হোসেন নামে দুইজন প্যারা শিক্ষক দিয়ে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তাদের বেতনের ব্যবস্থা করতেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে নেয়া হচ্ছে।

ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুছ ছাত্তারের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি জানান বিদ্যালয়ের কাজে বাইরে আছেন। টাকা নেয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোকেয়া আক্তার জানান, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কোন নিয়ম নেই। বিনা কারণে একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে না আসায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিবপদ দে জানান, অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।